পাঠকদের উদ্দেশ্যে

অস্বাভাবিক হারে কাগজের দাম বাড়ার কারণে একাধিক ছোট পত্রিকা বন্ধ হওয়ার মুখে। আমরা জেলার সীমান্ত মহকুমার পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতায় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে জানি না আর কতদিন রাখতে পারব। এমনিতেই লোকসানে চলে ছোট সংবাদপত্র। বেঁচে থাকে শুধুমাত্র কিছু মানুষের আন্তরিক ও আর্থিক সহযোগিতায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের পাশে চাই, বেঁচে থাকতে চাই জনগনের প্রতিনিধি হিসাবে। আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে 'সার্বভৌম সমাচার'-এর দাম হবে ০৩ টাকা। অর্থাৎ বাড়ছে মাত্র ১ টাকা। আশাকরি অতীতের মতো আগামীতেও পাশে থাকবেন, সমর্থন করবেন।

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 7 ❑ Issue 05 ❑ 20 Apr., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কারখানার গেট আটকে বিক্ষোভ, আন্দোলন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের

প্রতিনিধি ঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করল চিরুনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকেরা। বুধবার দুপুরে চিরুনি শ্রমিকেরা বনগাঁ রামনগর রোড মোড়ের থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে গান্ধী পল্লী এলাকায় একটি চিরুনি কারখানায় সামনে যায়। কারখানার সামনে ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে বনগাঁ স্টেশন রোড সংলগ্ন আরো একটি কারখানার সামনে করে বনগাঁ বাটা মোড়ে কিছু সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ ও সেলুলয়েড শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন সেন। নারায়ণ বাবু বলেন, "মালিকেরা শ্রমিকদের বঞ্চনা করছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে কিন্তু কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বেতন বাড়াচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উপযুক্ত বেতন না পাবে, ততক্ষণ এই আন্দোলন চলবে।'' বনগাঁ সেলুলয়েড ওয়ার্কার

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন সেন বলেন, 'মালিকদের সঙ্গে চুক্তি আছে প্রতি তিন বছর অন্তর বেতন বৃদ্ধির। তিন বছর হয়ে আরো চার মাস পেরিয়ে গেছে, বারবার বলার পরেও তারা কর্ণপাত করতেন না। বেতন বৃদ্ধি না হলে সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ' আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, 'বনগাঁয় শতাধিক চিরুনি তৈরির কারখানা রয়েছে। এখান থেকে তৈরি হওয়া চিরুনি যশোরের চিরুনি নামে বিখ্যাত। চিরুনি দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। বনগাঁ এলাকার শ- পাঁচেক শ্রমিক এই কারখানাগুলিতে কাজ করে। প্রতি তিন বছর অন্তর তাদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করার কথা মালিকদের। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মালিকদের কানে জল ঢুকছে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তারা যে বেতন পায় তাতে সংসার চালাতে পারছে না। বেতন বৃদ্ধি না হলে কারখানার কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তারা। মালিক সমিতির এক সদস্য কৃষ্ণপদ পাল বলেন, "চিরুনির বাজার ভীষণ খারাপ, আমরা শ্রমিকদের কাছে কিছু সময় চেয়েছি। আমরা সকল সদস্যরা বসে আলোচনা করে বিষয়টি নিয়ে চিন্ত ভাবনা করা হচ্ছে।

তৃণমূল ছাড়লো আদিবাসীরা। তৃণমূল শূন্য গ্রাম, দাবী বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ বঞ্চনার অভিযোগ এনে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাদের মধ্যে তৃণমূলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যও রয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে গাইঘাটা থানার জলেশ্বর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে বিজেপির এক পথসভায় তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস।

রামপদ দাস বলেন, 'তৃণমূলের দুর্নীতি, আদিবাসী ভাই-বোনদের বঞ্চনার কারণে তৃণমূলের উপর আস্থা হারিয়ে শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের প্রায় দুশো আদিবাসী ভাই বোনেরা বিজেপিতে যোগদান করল।'' বিজেপিতে যোগদান করে প্রাক্তণ পঞ্চায়েত সদস্য দামোদর মুন্ডা সহ স্থানীয় রণজিৎ মুন্ডা, জয়ন্তি মুন্ডারা বলেন, "আমরা সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলাম দুর্নীতির কারণে। সেই দুর্নীতিগ্রস্ত এখন তৃণমূল। আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনা করে চলেছে এই সরকার। সে কারনেই আমরা গ্রামের সকল আদিবাসী পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলাম। শিয়ালডাঙ্গা গ্রাম তৃণমূল শূন্য হয়ে গেল।'' এদিনের যোগদান মেলায় বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৃণমূলেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ সানালেন।

এদিনের যোগদানের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের যুবক সভাপতি নিরুপম রায় বলেন, "দামোদর মুন্ডা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেকদিন আগেই তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। শিয়ালডাঙ্গা এলাকায় যারা বিজেপি করে, তাদেরকেই সাজিয়ে গুছিয়ে যোগদান দেখাচ্ছে বিজেপি।"

ধৃত প্রেমিক

প্রতিনিধি ঃ প্রেমের সম্পর্কের সময় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে রেখেছিল প্রেমিক। পরবর্তী সময় সম্পর্কের অবনতি হলে সেই

ছবি পোস্ট করে প্রেমিকাকে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে বুধবার রাতে প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তর নাম রাজকুমার মিদ্যা। বাড়ি সাঁকরাইল থানার নেপালি পাড়া এলাকায়। পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। বছর ৬ আগে ওই গৃহবধূর স্বামীর মাধ্যমে গোবরডাঙ্গার শ্বশুরবাড়িতে বসে অভিযুক্তর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে ওই গৃহবধু বনগাঁর শিমুলতলায় দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতেন। পরবর্তী সময় দুজনে বিয়ে করবে বলেও ঠিক করেছিলেন। করোনা লকডাউন এর সময় তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। এরপরই অভিযুক্তর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রেমিকা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রাজকুমার তার বাড়ির সঠিক ঠিকানা প্রেমিকাকে জানায়নি কখনো।

তৃতীয় পাতায়...

আটক দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে গাইঘাটায় মীনাক্ষী

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১১ এপ্রিল জেলা সদর বারাসতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জেলা পরিষদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী সিপিআইএম দলের ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই- এর সদস্যগণ। এদিনের অভিযানকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা জেলা পরিষদ ভবনের প্রধান ফটকের গেট ভাঙে। অভিযান শেষে গাইঘাটার বাসিন্দা ডিওয়াইএফআই কতিপয় সদস্য বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরার জন্য বারাসত স্টেশনে আসেন। অভিযোগ, প্লাটফর্ম থেকে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া বামকর্মীদের মধ্যে গাইঘাটার সাতজন ডিওয়াইএফআই সদস্য ছিলেন। কর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বামপন্থী নেতাকর্মীরা। প্রতিবাদে চাঁদপাড়া স্টেশন চত্বরে দলের প্রবীণ নেতা কপিল ঘোষ, কৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ আটক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। ২০ এপ্রিল দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে গাইঘাটায় আসেন দলনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। তিনি আটক কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যান এবং পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অপরাহ্নে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডলের বাড়িতে আসেন। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। ছিলেন দলনেতা কপিল ঘোষ, দেবাশিষ রায়, প্রাক্তণ সৈনিক দিলীপ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজ্যনেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জী দলের নিরাপরাধ কর্মীদের অন্যায়ভাবে আটক করায় রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন এবং আটক সমস্ত কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। নচেৎ আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথা বলেন।

তৃণমূল জেলা সভাপতিকে জেল খাটানোর হুমকি বিজেপি বিধায়কের

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূল জেলা সভাপতিকে জেল খাটানোর হুমকি দিলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। সোমবার গোপালনগর থানার বেলতা বাজারে পথসভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেই পথসভার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বপন বাবু বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের উদ্দেশ্যে হুমকির সুরে বলেন, 'এলাকার উন্নয়নের জন্য বিজেপি বিধায়কের তহবিল থেকে টাকা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই টাকা খরচ করতে দিচ্ছে না বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। আমার নামও স্বপন মজুমদার। আপনি যে কাজ করেছেন। গরু পাচারে আপনাকে জেলে যেতে হবে। আমরা সেই ব্যবস্থা করছি।'' একই সঙ্গে

তৃতীয় পাতায়...

গণেশ, লক্ষ্মী নিয়ে শোভাযাত্রা করল বনগাঁ পৌরসভা

প্রতিনিধি ঃ ১লা বৈশাখ নববর্ষকে স্বাগত জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল বনগাঁ পৌরসভা। শনিবার ভোরে ইছামতি নদীতে সূর্য প্রণাম করা হয়। এরপর ইছামতি নদীকে বরণ করা হয়। ইছামতি নদীর মধ্যে গঙ্গার জলও ঢালা হয়। চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'আমরা চাই গঙ্গার জল ইছামতি নদীতে এনে নদীকে আবার স্রোতস্বিনী করতে। সে কারণে এদিন গঙ্গার জল ঢালা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন পৌরসভার পক্ষ থেকে বনগাঁ শহরে শোভাযাত্রা বের করা হয়। লক্ষ্মী গণেশ

শিবের কাট আউট নিয়ে মিছিল হয়। দেব

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ০৫ ❐ ২০ এপ্রিল, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

হিট স্ট্রোক; সাবধান

গরমে হাঁসফাঁস করছে সাধারণ মানুষ। দেশজুড়ে তীব্র দাবদাহে যখন তখন শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। যার জন্য মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম। এই প্রখর রোদের তেজে সাধারণত মানুষদের হিট স্ট্রোকের মত সমস্যা দেখা যায়। প্রচন্ড গরমের ফলে শরীর যখন খুব গরম হয়ে যায়, সেই অবস্থাকেই হিট স্ট্রোক বলা হয়। এই অবস্থায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি সঙ্গে সঙ্গে দেহের তাপমাত্রা না কমানো হলে বা তাঁর চিকিৎসা না করানো হলে তাঁর প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। গ্রীষ্মকাল পড়তেই দেখা দিয়েছে, সূত্রের খবর বিভিন্ন রাজ্যে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন হিট স্ট্রোকে।

তীব্র সূর্যালোকে থাকার ফলে মানুষের হিট স্ট্রোকের সমস্যা দেখা দেয়। এই সময়ে দেহের তাপমাত্রা প্রচন্ড বেড়ে যায়, বমি-বমি ভাব হয়, হার্ট রেট বেড়ে যায়, প্রচন্ড ঘাম হয়, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে পড়েন মানুষ। এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করা হলে মৃত্যুও হয়ে যায়।

ফলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কীভাবে হিট স্ট্রোক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে। সবসময় হাইড্রেটেড থাকতে হবে। সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। তীব্র সূর্যালোকে হালকা রংয়ের ও ঢিলে ধরনের পোশাক পরতে হবে, সবসময় ছাতা ব্যবহার করতে হবে। সূর্যের প্রখর তেজ থেকে দূরে থাকাই ভালো, তবে যাদের বাইরে বেরোতেই হয়, তাঁদের এসব নিয়ম মেনে চলা উচিত।

অরোরা থিয়েটার ও তারাসুন্দরী

নির্মল বিশ্বাস

১৯০২ সালে "অরোরা থিয়েটার"-এর ম্যানেজার হলেন গুরুপ্রসাদ মৈত্র নিজেই। নীলমাধব চক্রবর্তীকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। ওই সময়ে নাট্য শিক্ষক পদে যোগ দেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। আবার ওই সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "ক্লাসিক থিয়েটার" ছেড়ে "অরোরা থিয়েটার"-এ এসে যোগ দিলেন ও জ্যোতির্ময়ী অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। সে সময়ে "স্টার থিয়েটার", "মিনার্ভা থিয়েটার", "বেঙ্গল থিয়েটার", ও "ক্লাসিক থিয়েটার"-এর মতো মঞ্চগুলিতে নিয়মিত অভিনয় করে ইতিমধ্যে তারাসুন্দরী জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যদিকে অমরেন্দ্রনাথের সামান্য বেতন বৃদ্বির দাবি করেছিলেন। বেতন বৃদ্ধিতে মালিক রাজি না হওয়ায় তিনিও "অরোর থিয়েটার"-এ যোগদান করেন।

তারাসুন্দরী "অরোরা থিয়েটার"-এ আসার পর থেকেই তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর "নল-দময়ন্তী" নাটকে "দময়ন্তী" ও "বিল্বমঙ্গল" নাটকে "চিন্তামণি" চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে নাট্যমোদী দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। তারাসুন্দরী "অরোরা থিয়েটার"-এ পরবর্তীকালে "সরলা" নাটকে "শ্যামা", "কাল পরিণয়"-এ "মোক্ষদা", "একাদশ বৃহস্পতি"-তে 'দালাল', "প্রফুল্ল" নাটকে "জ্ঞানদা", ও "পরিতোষ" নাটকে "সোহাগ" চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। তারাসুন্দরী বহু নাটকের বহু চরিত্রে রূপদান করলেও কিন্তু তাঁর অভিনয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন "অরোরা থিয়েটার"-এ। নাট্যকার মনোমোহন রায়-এর "রিজিয়া" নাটকে নাম ভূমিকায় অর্থাৎ "রিজিয়া" চরিত্রে। সে সময় এই থিয়েটারে ম্যানেজার, নাট্য-শিক্ষক ও অভিনেতা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। তাঁরই নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছিল "রিজিয়া" নাটক। প্রথম অভিনয় ১৯০২ সালের ১৭ মে।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারাসুন্দরী "রিজিয়া" নাটকে "রিজিয়া" চরিত্রে বীরত্ব, দর্প, সাহসিকতার সঙ্গে প্রণয় জ্বালা ও করুণ আর্তি অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। "রিজিয়া" নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে তারাসুন্দরী যে উচ্চমানের অভিনয় করেছেন তার প্রমাণ মেলে সে সময়কার প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় এর লেখায়, "তারাসুন্দরী সুরূপা ছিলেন না। কিন্তু সুন্দরী নারীর ভূমিকায় যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সেও নাট্যমঞ্চের উপর পদার্পণ করতেন, তখন এক অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা তিনি মুখে চোখে দেহে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রণঞ্চ।"

সে যুগে অভিনেত্রী হিসাবে তারাসুন্দরী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। নাট্যমঞ্চে বিনোদিনী ও তিনকড়ির সঙ্গে তারাসুন্দরীর নাম মনে আসবেই। তাঁর অভিনয় জীবন প্রায় ছেচল্লিশ বছর। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-এর লেখা থেকে জানা যায়, "গৃহলক্ষ্মী ও স্বভাবপ্রবণ ভাবময় চরিত্রাভিনয়ে তারাসুন্দরী নিরুপমা।" আবার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাসুন্দরী, এরাই সত্যিকারের প্রথম শ্রেণির, অন্যের পটুতা ছিল বিশেষ অংশের।" **চলবে...**

গোবরডাঙায় আকাঙ্খার বর্ষব্যাপী জাতীয় নাট্যমেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৮ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের সূচনায় নাটকের শহর গোবরডাঙার নবীন নাট্যদল আকাঙ্খার উদ্যোগে বর্ষব্যাপী জাতীয় নাট্য মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল স্থানীয় খাঁটুরার চক্রবর্তী নাচ ক্রীড়া সংস্থার প্রাঙ্গনে এদিন অপরাহ্নে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও বট বৃক্ষের চারাতে বারি সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, মলয় বিশ্বাস, সোমা মজুমদার, রাজস্থান এর আলোয়ার রং সংস্কার থিয়েটার এর কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী মোনালিসা দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাস, পাঁচুগোপাল হাজরা, সমাজ কর্মী সাজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার কর্মী ইউনিস হোসেন,

ডাঃ নূর ইসলাম, ছিলেন গোবরডাঙা থানার ওসি অসীম পাল প্রমুখ। আকাঙ্খার সভাপতি সৌরভ দাস সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের ফুল ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চায় গোবরডাঙার অন্যতম নতুন নাট্যদল আকাঙ্খার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান এবং আকাঙ্খার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। এদিন বিশেষ অতিথি গোবরডাঙার অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল ফিতে কেটে সংস্থার নবনির্মিত নাট্যগৃহ উপাসনার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সংস্থার কর্ণধার দীপাঙ্ক দেবনাথ জানান, আজ ১৮ এপ্রিল জাতীয় রং বাহারী উৎসব নামে বর্ষব্যাপী জাতীয় নাট্যমেলার সূচনা হল। আগামী বছরের ৩১ মার্চ অবধি এই নাট্যমেলা চলবে। বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যদল এই উৎসবে অংশ নেবে।

এসো হে বৈশাখ এসো এসো— সংগীতের সাথে ছোট্ট অহনা দেবনাথের নৃত্যানুষ্ঠান, শিশু শিল্পী মোনলিসা বিশ্বাসের কবিতা এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তন্ময় সাহা ও স্বনামখ্যাতা আবৃত্তিকার রুমা সাহার কণ্ঠে সংগীত ও আবৃত্তির কোলাজ সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সবশেষে খাঁটুরা শিল্পীঞ্জলীর সোমা মজুমদার পরিবেশিত রাজস্থানি পুতুলনাচের অনুষ্ঠান সকলের মনোরঞ্জন করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

আমেদাবাদের সবরমতি আশ্রম ও অক্ষয় ধাম

অজয় মজুমদার

১৩ই অক্টোবর ২০২২ সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি আমেদাবাদ। দূরত্ব ১০১ কিলোমিটার। আমাদের সঙ্গি ছিল ৪৫ সিটের একটি এসি বাস। সেই বাসে চেপে আমরা এলাম কোহিনুর প্লাজা (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট), ২২ তিলক নগর সোসাইটি, নেয়ার এম টি এস বাস স্ট্যান্ড, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ-৩৮০০১৩। হোটেলে আমাদের রান্নার জিনিস এবং কর্মীদের নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমেদাবাদ সাইট সিনিং এ। লাঞ্চ আমাদের সঙ্গেই ছিল। ঘোরার মাঝখানে কোন একটা ধাবায় খেয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ম্যানেজার ডাক্তার সাহারুন ভীষণ যত্নবান। দেরি করে খাওয়া চলবে না। প্রত্যেকের উপর সমান নজর। এবার আমরা পৌঁছলাম—

সবরমতি আশ্রম ঃ এই আশ্রমটি হরিজন আশ্রম অথবা সত্যাগ্রহ আশ্রম নামে পরিচিত। সবরমতি নদীর তীরে আহমেদাবাদ গুজরাটের আশ্রম রোডে অবস্থিত। এটি মহাত্মা গান্ধীর বহু আবাসস্থলগুলির মধ্যে একটি , যেখানে

তিনি কারা ভোগহীন বা ভ্রমণ ব্যতিত সময়ে বাস করতেন। এখানে তার স্ত্রী কস্তুরাবা গান্ধী এবং বিনোবা ভাবে সহ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মোট ১২ বছর সবরামতি বা ওয়ারধাতে থাকতেন। এই আশ্রমে নিয়ম মত প্রতিদিন ভগবত গীতা পাঠ করা হতো। গান্ধীজীর ভারত আশ্রমটি মূলত ১৯১৫ সালের ২৫ শে মে গান্ধীর ব্যারিস্টার বন্ধু জীবন লাল দেশাই এর কোচবর বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আশ্রমটি সবরমতি আশ্রম হিসাবে খ্যাত। ১৯৩০ সালে ১২ই মার্চ গান্ধীর ব্রিটিশ লবণ আইনের প্রতিবাদে ৭৮ জন সঙ্গি নিয়ে আশ্রম থেকে ১৪১ মাইল দূরে ডান্ডিতে যাত্রা করেছিলেন। গান্ধীর এই প্রতিবাদের কারণ ছিল ব্রিটিশরা তাদের দেশীয় লবণের বিক্রয় বৃদ্ধির প্রয়াসে ভারতীয় লবণের উপর কর বাড়িয়েছিল অন্যায় ভাবে। এই পদযাত্রা পরবর্তী সময়ে লবনের অবৈধ উৎপাদন (গান্ধী সমুদ্রের জলে কিছু নোনতা কাদা সেদ্ধ করেছিলেন) ভারত জুড়ে কয়েক হাজার মানুষকে লবনের বে আইনি উৎপাদন (ইংরেজ আইন অনুযায়ী) ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জনগণের এই অবাধ্যতার কারণে শাসক ৬০ হাজার মানুষকে বন্দী করেছিল। পরবর্তী সময় সরকার আশ্রমটি দখল করে নেয়।

আশ্রমে এখন একটি যাদুঘর রয়েছে, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়। গান্ধীজীর আশ্রমের বিভিন্ন বিল্ডিং এর নামকরণ ছিল। যেমন— নন্দিনী, রুস্তম ব্লক প্রভৃতি। যাদুঘরে গান্ধী চিত্রশালা- ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে আমেদাবাদে গান্ধীর জীবনকে নির্দেশ করে। উদ্ধৃতি, চিঠিপত্র, গান্ধীর অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন। গান্ধী জীবন, কর্ম, শিক্ষা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে ৩৫ হাজার বই এবং ইংরেজি গুজরাটি এবং হিন্দিতে ৮০টির ও বেশি সাময়িকী সহ একটি পাঠ কক্ষ রয়েছে। গান্ধীর মূল ফটো কপি সহ প্রায় ৩৪ হাজার ১১৭ টি চিঠি, সংগ্রহশালা, হরিজন সেবক, হরিজন বন্ধুতে গান্ধী নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি গুলির প্রায় ৮,৭৮১ পৃষ্ঠা এবং গান্ধী ও সহযোগীদের প্রায় ছয় হাজারটি ছবি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে গান্ধীর খাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত চরকা এবং চিঠি লেখার জন্য যে টেবিল ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি সহ কিছু জিনিসপত্র। এটি গান্ধী গবেষকদের তীর্থক্ষেত্র বলা চলে।

অক্ষয় ধাম : এর অর্থ হল ঈশ্বরের ঐশ্বরিক বাসস্থান। গান্ধী নগরের ঐশ্বরিক বাসস্থান এবং নামটি নির্দিষ্ট করে, গান্ধীনগরের অক্ষয় ধাম মন্দিরটি বিএএসপি স্বামী নারায়ণ সংস্থা কর্তৃক স্বামী নারায়ণের সম্মানে নির্মিত হয়েছিল। একজন প্রভাবশালী বক্তা, প্রায় ৪০ বছর ধরে জুনাগড়ের স্বামী নারায়ণের মন্দিরের মহন্ত বা প্রধান হিসাবে স্বামী নারায়ণের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সারা বিশ্বে প্রায় ৪০,০০০ ঋষি এবং পঞ্চান্ন

সময় এই আশ্রমকে সত্যগ্রহ আশ্রম বলা হতো। গান্ধীজীর অন্যান্য কাজকর্ম ছাড়াও এখানে কৃষিকাজ ও পশু পালন করা হতো। প্রয়োজনে ১৯১৭ সালে ১৭ই জুন আশ্রমটি সবরমতি নদীর তীরে ৩৬ একর জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকেই এই হাজার স্বেচ্ছাসেবকও রয়েছেন। সংস্থাটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং আত্ম উপলব্ধির পদ্ধতি প্রচার করেছিলেন। মহান সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তিনি শুধু হিন্দু নন— ব্রিটিশ, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রশংসিত ছিলেন। **তৃতীয় পাতায়...**

নিবেদিতা শিশুতীর্থের প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান স্বাস্থ্য শিবির- পুরস্কার প্রদান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯৯০ সালের ১৪ এপ্রিল গোবরডাঙা এলাকায় শিক্ষার প্রসারে পথ চলা শুরু হয়েছিল গোবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী শিশুশিক্ষালয় নিবেদিতা শিশুতীর্থের। শুক্রবার সকালে বিদ্যালয়ের ৩৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ভগিনী নিবেদিতার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিনের আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা, শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, দুস্থ পড়ুয়াদের

মধ্যে পুস্তক বিতরণ, স্বেচ্ছারক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পৌরসভার ভূতপূর্ব পৌরপতি ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সুভাষ দত্ত, কাউন্সিলর অসীম তরফদার, বাসুদেব কুন্ডু, জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজন কান্তি নন্দী, শিক্ষক সমীর কিশোর নন্দী, শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এনসি কর ও ডাঃ সুধীর মণ্ডল, ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুমার দে ও স্কুলের প্রতিষ্ঠান কালের প্রধান শিক্ষিকা অলকানন্দা দে প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ শান্তনু দে (দাদাভাই) সকল বিশিষ্ট জনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীগণ সকল গুণীজনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলেই তাঁদের বক্তব্যে বৃহত্তর গোবরডাঙা এলেকার শিক্ষার প্রসারে নিবেদিতা শিশু তীর্থ শিক্ষালয়ের অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এদিন মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ পড়ুয়া জয়িতা সুরের লেখা পুস্তকের প্রকাশ করেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের লেখায় সমৃদ্ধ প্রাচীর পত্রিকা আনন্দমেলার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অধ্যাপক বিজন নন্দী। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের অকাল প্রয়াত দুই শিশু শিক্ষার্থী ত্রিয়ান ও রৌনক কে সকলে স্মরণ করেন। এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে প্রচন্ড তাপ প্রবাহকে উপেক্ষা করেও ১১৩জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ। গ্রীষ্মের দিনের রক্তের সংকট কাটাতে নিবেদিতা শিশুতীর্থ স্কুল কর্তৃপক্ষের এই মহতী উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে ব্লাড প্রেসার, সুগার, ইসিজি ছাড়াও বিনাব্যয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

আলো নাট্য সংস্থার নাট্য মেলা ২০২৩

প্রতিনিধি ঃ গত ১৫ মার্চ ইছাপুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটার বাগনা আলো নাট্য সংস্থার চতুর্থ বর্ষ নাট্য মেলা। সেমিনারে ছিল শিশুদের মনের বিকাশে থিয়েটারের ভূমিকা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ রায়চৌধুরী , পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডঃ দানী কর্মকার, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্যকার

অধ্যাপক ডঃ অপূর্ব দে, প্রধান শিক্ষক অশোক পালসহ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে প্রায় শতাধিক ছেলেমেয়ে।

২৪ মার্চ দ্বিতীয়পর্ব অনুষ্ঠিত হয় জলেশ্বর প্রাইমারী স্কুলে। ওই নাট্যমেলায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ রায়চৌধুরী, বাংলাদেশ নাট্যগবেষক কামরুল হাসান খান এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শঙ্কর নন্দী, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা মন্ডল প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অতিথিরা সকলের হাতে স্মারক পুষ্প ,মিষ্টি তুলে দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে ওখানে তিনটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যনাট্য বসন্ত জাগ্রত দ্বারে প্রযোজনা জলেশ্বর এফ পি, ঠাকুর নগর থিয়েট্রিকস এর মাইম, আলো নাট্য সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'লজ্জা নেই'। এদিনের অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

২৯-৩১ মার্চ তৃতীয় পর্ব হয় বাগনায় আলো বৈদিক মঞ্চে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমদিন উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন উদয় কুমার দাস সংস্কার ভারতী, জলেশ্বর ১নং অঞ্চল প্রধান মৌসুমী সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস সাহা, জলেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন দাস বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশিস রায় চৌধুরী। সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। গোবরডাঙা খাঁটুরা চিত্তপট নাটক 'ষোলো পাতা' নির্দেশনা শুভাশিস রায় চৌধুরী মঞ্চস্থ হয়। এরপর শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাটক 'জন্মদিনে' নির্দেশনা দিলীপ ঘোষ। দ্বিতীয় দিনে ব্যারাকপুর বিসর্গ নাটক কৌটো নির্দেশনা 'দ্বিপায়ন', আলো নাট্য সংস্থা প্রযোজিত নাটক 'বসুষেন' নির্দেশনা জয়ন্ত চক্রবর্তী। লোকগানের আসর শিল্পী ছিলেন অনিতা চক্রবর্তী, কোয়েল চক্রবর্তী,অনুশ্রী চক্রবর্তী। তৃতীয় দিনে আলোর নতুন প্রযোজনা 'স্বপ্ন' মঞ্চস্থ হয় নির্দেশনা জয়ন্ত চক্রবর্তী।

এছাড়াও ২৯ মার্চ অঙ্কন প্রতিযোগীতার বিষয় ছিল স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদ যাপন। ৩০ মার্চ নৃত্য প্রতিযোগিতা। সবমিলিয়ে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় পাঁচ দিনের আলো নাট্য মেলা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নববর্ষে সোনালী সংঘের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ পয়লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ। এদিন সন্ধ্যায় ক্লাব গৃহ সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দির অঙ্গনে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গ্রামবাসী, ভক্তজন নাম সংকীর্তনে অংশ নেন। পাড়ার মহিলারাও নামগানে অংশ নেন। বহু ধর্মপ্রাণ মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বর্ষবরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় রাতে সকলের জন্য ছিল নৈশাহারের ব্যবস্থা।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্লাব সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পাড়ার মহিলগণ মিউজিক্যাল চেয়ার, বাস্কেট বল থ্রোয়িং, হাঁড়ি ভাঙা সহ বিভিন্ন আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। ক্লাব সভাপতি শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত জানান, শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নয় অংশগ্রহনকারী সকল প্রতিযোগীর হাতে আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সোনালী সংঘের বর্ষবরণ উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

গ্র্যান্ড জেমস্ পাবলিক স্কুলের বার্ষিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ ঠাকুরনগরের গ্র্যান্ড জেমস পাবলিক স্কুলের বার্ষিক উৎসব ২০২৩ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ এপ্রিল। ঠাকুরনগর স্টেশন পার্শ্বস্থ খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ সভাপতি ইলা বাকচি, স্থানীয় শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ- প্রধান পপি দেব, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঠাকুরনগরের আনন্দ পাড়া নরহরি বিদ্যাপীঠের প্রাক্তণ টিচার ইনচার্জ ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক প্রমুখ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কৃষ্ণপদ ঘোষ ও টিচার ইনচার্জ কস্তুরী সেনগুপ্ত উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে ইংরেজি মাধ্যম এই গ্র্যান্ড জেমস্ স্কুলের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরিশেষে বিদ্যালয়ের সুবিশাল আলোকজ্জ্বল মঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের উপর তরোয়াল হাতে শিক্ষার্থীদের নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। এদিনের প্রচন্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। অগণিত অভিভাবকগণের উপস্থিতি ও শিক্ষার্থীগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে এবং ইংরেজী ছাড়াও হিন্দি ও বাংলা ভাষায় পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠানে গ্রান্ড জেমস্ স্কুলের বার্ষিক উৎসব ২০২৩ বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ গত ১৮/০৪/২০২৩ তারিখ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উদ্যোগ্যে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতিতে অনুষ্ঠিত হল ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রী সুধাংশু শেখর দাস, জেনারেল ম্যানেজার অব পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (জোনাল অফিস) কলকাতা এবং শ্রী সন্দীপন আচার্য ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অব পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সার্কেল হেড), উত্তর ২৪ পরগনা। সেবা ফার্মার্স সমিতি পরিচালিত বাণপ্রস্থ সেবা আশ্রমে বৃক্ষরোপণ করেন অতিথিবৃন্দ। ১৩০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হবে । বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোঅর্ডিনেটর শ্রীঅভিজিৎ গুপ্তা,সেবা ফার্মার্স সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার, সেবা ফার্মার্স সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা প্রমুখ। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে বৃক্ষগুলির পরিচর্যার দায়িত্ব সেবা ফার্মার্স সমিতিকে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ছিল ফিন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস। গোবরডাঙা অঞ্চলের কর্মদ্যোগী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কৃষক সমিতির শতাধিক

সদস্য সমন্বয়ে ঋণ নিয়ে সঠিক কর্মোদ্যগে ব্যবহার করার বিষয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে সেবা ফার্মার্স সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদারের তত্ত্বাবধানে উপস্থিত অতিথি বৃন্দের হাত দিয়ে অসহায় আর্ত কৃষক পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়াও পাঁচজন কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পাঁচটি পেয়ারা গাছের চারা।

শোভাযাত্রা প্রথমপাতার পর...

দেবীর পাশাপাশি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাট আউট। বনগাঁ শহরের ত্রিকোণ পার্ক এলাকা থেকে কয়েকশো মানুষ মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। তাদের হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের নাম লেখা প্লাকার্ড। এই শোভাযাত্রা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছে। বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন 'বনগাঁ শহরে তৃণমূলের রাজনৈতিক মাটি নেই। এখন লক্ষ্মী গণেশকে আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। যদিও পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন 'বনগাঁর মানুষের মঙ্গল কামনায় এদিন শোভাযাত্রা করা হয়েছে। আমাদের এখানে নববর্ষের প্রথম দিন লক্ষ্মী গণেশের আরাধনা করা হয়। সে কারণেই আমরা লক্ষ্মী গণেশ শিব ঠাকুরকে নিয়ে মিছিল করেছি। বিজেপির মত রামকে নিয়ে রাজনীতি করিনি।''

জেল খাটানোর হুমকি

প্রথমপাতার পর...

স্বপন মজুমদার দলীও কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথের আগে ক্যাম্প করা হবে। ওখানে রান্নার জন্য বড় বড় চলাকাঠ রাখবেন। যদি তৃণমূলের কোন হার্মাদ বাহিনী আপনার ভোট লুঠ করতে আসে একটাকেও ফেরত পাঠাবেন না। আপনাদের কোন অসুবিধা হলে বিজেপি আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। এই হার্মাদদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

স্বপন মজুমদারের বক্তব্য বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবু কোন বক্তব্য না দিলেও বনগাঁ জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, "স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের কেস রয়েছে। সে কী বলবে, আর যারা চলাকাঠ নিয়ে মারবেন ভাবছেন সাধারণ মানুষ তাদেরকে প্রতিহত করবে।"

ধৃত প্রেমিক

প্রথমপাতার পর...

প্রেমের সম্পর্কের বিচ্ছেদ হতেই প্রেমিকার মোবাইল ফোনটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল অভিযুক্ত। তার কাছে ফিরে না গেলে তার মোবাইলে থাকা বিভিন্ন নগ্ন ছবি ভাইরাল করার হুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত। মহিলার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড জানতো সে।

অভিযোগ, গৃহবধূ তার কাছে ফিরে না যাওয়ায় তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নগ্ন ছবি আপলোড করে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে অভিযুক্ত। এরপরেই ওই গৃহবধূ বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছিল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত নামলে অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়। সাঁকরাইল থানা এলাকায় অভিযুক্তর বাড়ি পুলিশ জানতে পারে। অভিযুক্ত বাড়িতে আসতেই বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বনগ্রাম মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমেদাবাদের সবরমতি আশ্রম ও অক্ষয় ধাম

দ্বিতীয় পাতার পর...

রাজস্থান থেকে ৬০০০ হাজার মেট্রিক টন গোলাপি বেলে পাথর থেকে একটি স্থাপত্যের মাস্টারপিসটি যত্ন সহকারে খোদাই করা হয়েছে। মন্দিরে ১.২ টন ওজনের স্বামীনাথনের একটি আশ্চর্যজনক সাত ফুট লম্বা মূর্তি রয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় হলের একটি তিন ফুট পিঠে স্থাপন করা হয়েছে। জাতির কল্যাণে তার দর্শন প্রচারের জন্য ৫০০ জন পরমহংস নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মন্দিরে পবিত্র কমপ্লেক্স, যা ১০৮ ফুট উচ্চতায় উঠে ১৩১ ফুট প্রস্ত এবং ২৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিস্তৃত কারিগরদের আশ্চর্যজনক স্থাপত্যে তৈরি। এই মন্দিরে একটি জঙ্গি হানার ঘটনা ঘটে ২০০২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর। মুর্তাজা হাফিজ ইয়াসিন ও আশরাফ আলী মোহম্মদ ফারুক নামে দুজন জঙ্গি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হ্যান্ডগ্রেনেডের সাহায্যে এই হামলা চালিয়েছিল।

মন্দিরের বাইরে ডাবের জল পান করে আমরা অনেকটা প্রখর রোদ থেকে মুক্তি পেলাম। আমাদের সঙ্গে স্বপন, অর্থপেডিক সার্জন হলে কি হবে, যখন যেখানে যাচ্ছে এখানকার সম্পর্কে স্টাডি করে আসছে। আমাকে তো পড়া ধরার মতো প্রশ্ন করছে। আমি না পারলেও রবিদা সব টকাটক উত্তর দিচ্ছেন। রবিদার আবার ইতিহাস পাতার সাল, গণ, নক্ষত্র কণ্ঠস্থ থাকে। ফিরে এসে একটা ধাবায় আমরা খেয়ে নিলাম বড় পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে কি তার টেস্ট! তাও আবার অন্য রাজ্যে বসে! বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম।

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠান করে এল মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টার

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ বীরভূম জেলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠান করে এল মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ইমন মাইম এর সদস্য কুশীলবগণ। প্রফেসর জয়িতা গাঙ্গুলি দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বছরভর বর্ষা দত্ত সহ অন্যান্য ট্রাস্টিদের উদ্যোগে বোলপুরের শান্তিনিকেতন তার পাশ্ববর্তী কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সমাজ কল্যান ও শিক্ষার প্রসারে কাজ করে চলেছে।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছরের মতো এবারও ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা দিবস ও প্রফেসর জয়িতা গাঙ্গুলী দত্তের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রতি বছর এই ১৫ এপ্রিল অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। গত ১৫ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্প গ্রামে। ট্রাস্টের বিভিন্ন শাখার সদস্য ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তিইত্যাদি পরিবেশন করেন। এই উৎসবে আমন্ত্রিত মছলন্দপুরের স্বনামখ্যাত ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয় শিল্পীগণ কৃষক বিদ্রোহের উপর মূকাভিনয় নাটক কৃষক আন্দোলন মঞ্চস্থ করেন। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী ধীরাজ হাওলাদারের ভাবনা ও নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটিতে সাধারণ কৃষকদের উপর অত্যাচারি জমিদারের নির্মম অত্যাচার এবং এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন এবং ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। জয়িতা গাঙ্গুলী দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বিশেষ করে আমন্ত্রিত ইমন সেন্টারের কুশীলবগণের অনবদ্য অভিনয় সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

বাংলা নববর্ষে মছলন্দপুরে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ স্মরণানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ১ লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে মছলন্দপুরের সাদপুরে নিজের বাসভবনে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের মন্দির প্রাঙ্গণে গুরুদেবের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন অন্যতম মতুয়া ভক্ত ভোলা রায়।

বিভিন্ন এলেকা থেকে মতুয়া ভক্তবৃন্দ জয় ডঙ্কা, কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে এবং লাল নিশান উড়িয়ে ভোলাবাবুর বাড়িতে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মতুয়াদের হরিবোল ও জয় হরিচাঁদ জয়গুরু চাঁদ ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

দলপতিগণ সহ উপস্থিত সকলেই ঠাকুর হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদকে প্রনাম ও শ্রদ্ধা জানান। মতুয়া গোঁসাই পাগল ও দলপতিগণ ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা, সংগীত ও কাঁসর ঘন্টার বাজনায় এদিন মতুয়া সম্মেলন সার্থকতা লাভ করে।

নববর্ষে অনুরঞ্জন এর বর্ষবরণ উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষকে (১৪৩০) নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বরণ করে নিল সংস্কৃতির নগর ঠাকুরনগরের অন্যতম নাট্যদল অনুরঞ্জন এর সদস্যগণ।

এদিন সন্ধ্যায় সংস্থা অঙ্কনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রেমী বৈদ্যনাথ দলপতির বক্তব্য এবং কবি বিষ্ণু বালার স্বরচিত কবিতা পাঠ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন সংস্থার সভাপতি মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন দত্ত, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ।

অনুরঞ্জন এর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক মিন্টু মজুমদার উপস্থিত সকলকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পাড়ার মহিলাগণ বিশিষ্ট অতিথিদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্যসংস্কৃতি ধরে রাখতে সংগীত নৃত্য, আবৃত্তি ছাড়াও বছরভর নাট্যচর্চা ও তার প্রসারে অনুরঞ্জন নাট্যদল ও তাঁর কর্ণধার মিন্টু মজুমদারের নিরলস প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সংস্কৃতিপ্রেমী সভাপতি মৃণালবাবুর কণ্ঠের গান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

সংস্থার নৃত্য শিল্পীগণের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছোট্ট তানুষ বিশ্বাসের কবিতা আবৃত্তি প্রশংসার দাবি রাখে। সংস্থার নবীন সদস্যগণ পরিবেশিত মাইম এবং আমন্ত্রিত ঠাকুরনগরের পরশ স্যোসাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাসের পরিচালনায় সংস্থার ছোট বড় শিল্পীগণ পরিবেশিত মূকাভিনয় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। সবশেষে অনুরঞ্জন প্রযোজিত পরিচালক মিন্টু মজুমদার নির্দেশিত নতুন নাটক 'অপারেশন (মগজ)' উপস্থিত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। সঞ্চালক রীতিকা দাসের পরিচালনায় অনুরঞ্জন আয়োজিত এদিনের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গুরু নানক নার্সারী স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ এপ্রিল সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুনগরের ঐতিহ্যবাহী গুরু নানক নার্সারী এন্ড কেজি স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয় পার্শ্বস্থ তালতলা মোড়ের দুর্গা মন্দিরের সুসজ্জিত মঞ্চে এদিন অপরাহ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ছবি দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অনুপম দে (প্রধান অতিথি) শিক্ষানুরাগি কালিদাস বণিক, সুযেন মল্লিক, অসীম বর, গোবিন্দ দত্ত, নির্মল মণ্ডল, রতন বিশ্বাস, প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী কাঁহালী, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ইলা বাক্‌চি ও ডাঃ কৌশিক রায়, সংস্কৃতিপ্রেমী সজল বাইন, প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাপসী ভৌমিক উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান, সহ শিক্ষিকাগণ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। প্রতিষ্ঠাকালের শিক্ষিকা ছবি দেব তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি অনুপম দে সহ অন্যান্য বক্তাগন বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শৃঙ্খলা এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতি ও শরীর চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান অঙ্গনে বিগত শিশু দিবসের দিন অনুষ্ঠিত অংকন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারী শিক্ষার্থীগনের আঁকা ছবির প্রদর্শনী উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। এদিন মঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে বিদ্যালয়ের ছোট বড় পড়ুয়ারা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত করে, ছিল ছোট-বড় পড়ুয়াদের যোগাসন প্রদর্শনী। মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য লালকমল ও নীলকমল এবং মজার নাটক ঠাকুমার আচার।

সব কিছু মিলিয়ে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকগণের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ধামাকা অফার

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

আগামী ৯ই বৈশাখ, ইং ২৩ এপ্রিল রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও হালখাতা উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ।

- অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সোনার গহনার মজুরীতে ধামাকা ছাড়।
- ডায়মণ্ড জুয়েলারী ডায়মণ্ডের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- সার্টিফাইড আসল গ্রহরত্নের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- এছাড়াও থাকছে এন পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ সেলস্‌ম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এলা চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে লোকনাথ মার্কেট), বনগাঁ। মো : ৮৯৬৭০৩০৮৪২

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়

কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics

WE CARRY YOUR TRUST

Tapabrata Sen
Proprietor

LOGISTICS

7501855980 / 7001727350

futureindialogistics@yahoo.com

Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235

TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**